সর্বোচ্চ ২৯.১
সর্বনিম্ন ১৫.১
কোচবিহার

বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৪ শতাংশ

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৯ নভেম্বর ২০১৮ তেরো

সুনীতি রোডের পাশে বাজি ফেটে যুবকের মৃত্যু

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজোয় বাজি ফাটাতে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হল কোচবিহারে। বুধবার রাতে ঘটনাটি শহরের সুনীতি রোডের পাশে ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম অনির্বাণ ঘোষ (৩৬)। তাঁর বাড়ি শহরের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের ভারতী সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। বাড়িতে তাঁর মা, স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছে। বাজি ফেটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় কোচবিহারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর বাড়িতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মৃতের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানান তিনি। মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিধায়ক মিহির গোস্বামী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনীতি রোডের পাশে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উলটোদিকে অনির্বাণবাবুদের ওষুধের দোকান রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি দোকানেই ছিলেন। পাশের দোকানে পুজো হচ্ছিল। স্থানীয়রা জানান, অনির্বাণবাবু বেশকিছু বাজি কিনে এনে দোকানের কাছে রাখেন। এরপর দোকানের সামনে সুনীতি রোডে তিনি বাজি ফাটাতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী দেবাশিস দে, বিক্রমজিৎ দাস জানান, অনির্বাণবাবু একটি তুবড়ি ফাটানোর জন্য তাতে আগুন দিচ্ছিলেন। সেসময় তুবড়িটি বিকট শব্দ করে ফেটে গিয়ে তাঁর কপালে লাগে। এতে অনির্বাণবাবুর কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করে। তখন তাঁরা সকলে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে পাশেই এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁরা বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনির্বাণবাবুকে কপালে দুই-তিনটি সেলাই করানোর পাশাপাশি ভরতি হতে বলেছিলেন। কিন্তু ভয়ে অনির্বাণবাবু সেলাই করাতে চাননি। হাসপাতালেও তিনি ভরতি হতে চাননি। ফলে ওষুধ লাগিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেন। হাসপাতাল থেকে মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় ফের তিনি দোকানে এসে বসেন। দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাঁপুনি দিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর তাঁকে বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। কিছুক্ষণ পর সেখানেই তিনি মারা যান।

সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের জেনারেল ম্যানেজার পলাশ গুছাইত চৌধুরি বলেন, 'অনির্বাণবাবুকে যখন নার্সিংহোমে আনা হয়েছিল, তখন তাঁর অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি মারা যান। অনির্বাণবাবুর হার্টের অবস্থা ভালো ছিল না। মাস দুয়েক আগেই হার্টের সমস্যার কারণে তাঁর বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। বুধবার বাজির আঘাতের কারণে তাঁর ফের হার্ট অ্যাটাক হয়। সেকারণেই তিনি মারা যান।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সেখানে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর খবরে বৃহস্পতিবার বাড়িতে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী ঊর্মি ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বরাবরই বাজি ফাটাতে ভয় পেতেন। সাধারণত এসব থেকে তিনি দূরে থাকতেন। এমন যে কীভাবে হয়ে গেল তা বুঝতে পারছি না।' মৃতের কাকা গৌতম ঘোষ বলেন, 'ডাক্তাররা জানিয়েছেন হার্ট ফেলিয়োরের কারণেই অনির্বাণের মৃত্যু হয়েছে।'

বুধবার রাতে কোচবিহারে শব্দবাজি ফাটানোর আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় শব্দবাজির দাপট ভালো পরিমাণেই ছিল। যদিও জেলা পুলিশ সুপার ডঃ ভোলানাথ পান্ডে বলেন, 'এ নিয়ে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। শব্দবাজি ফাটানো বন্ধে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।' অন্যবারের তুলনায় জেলায় শব্দবাজি অনেকটাই কম ফেটেছে বলেও তিনি জানান।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা। ছবি ঃ জয়দেব দাস

ঘটনাক্রম

- একটি তুবড়ি বিকট শব্দ করে ফেটে গিয়ে অনির্বাণবাবুর কপালে লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে পাশেই এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যান।
- অনির্বাণবাবু সেলাই করাতে চাননি। ওষুধ লাগিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
- হাসপাতাল থেকে এসে দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাঁপুনি দিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।
- তাঁকে বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

কোচবিহারের একটি দোকানে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে চলছে কেনাকাটা। – সংবাদচিত্র

ভাইফোঁটায় উপহারের তালিকায় টেডিবিয়ার থেকে মোবাইল

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির পরপরই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। তবে ফোঁটা দেওয়ার জন্য শুধু ধানদূর্বা, শিশির জোগাড় করলেই তো হবে না, এসবের বাইরেও একটা কাজ থেকে যায়। আর সেটা হল ভাই বা বোনের জন্য উপহারও তো কিনতে হবে। তাই দীপাবলিতে দেদার বাজি পোড়ানোর পর এখন বিভিন্ন দোকানে ভিড় করেছেন দাদা-দিদিরা। কোচবিহার ও দিনহাটায় দেখা গেল একই ছবি। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে শাড়ি, জামাপ্যান্ট থেকে শুরু করে মোবাইল, পারফিউম, ঘড়ি ও মেকআপ কিট কেনাকাটা চলছে।

কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার ও শহরের বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মূলত দিল্লি বা কলকাতা থেকে বিভিন্ন জিনিস আমদানি করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানালেন, সাধারণত হাতঘড়ি, টেডিবিয়ার, পারফিউম, ফোটোফ্রেম, কফি মগ, ফুলদানি, ডায়ারি, কলম প্রভৃতি জিনিসের চাহিদা বেশি থাকে। সেজন্য এধরনের জিনিসই তাঁরা বেশি আমদানি করেছেন। চাহিদা রয়েছে পোশাকেরও। ভবানীগঞ্জ বাজারের পোশাক বিক্রেতা সুরজকুমার ঘোষ বলেন, 'পুজোর পর ফের ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে জামাকাপড়ের চাহিদা বেড়েছে। দিদি বা বোনের জন্য শাড়ি কিনতে যেমন অনেকে ভিড় করছেন, তেমনি দাদা বা ভাইয়ের জন্য শার্টপ্যান্ট কিনতেও মহিলাদের ভিড় হচ্ছে। পাশাপাশি, ভাইফোঁটাতেই শীতবস্ত্রের কেনাকাটা সেরে রাখছেন অনেকে।' বাজারের এক ঘড়ি বিক্রেতা বলেন, 'এইসময় ঘড়িতে ছাড় থাকায় তা বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। বিশেষত, বিভিন্ন নামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি বেশি বিক্রি হয়েছে।' গুঞ্জবাড়ি এলাকায় উপহারসামগ্রীর দোকান রয়েছে জুঁই রায়ের। তিনি বলেন, 'ভাইফোঁটার সময় প্রতিবারই বিক্রি ভালো হয়। এবার কাপপ্লেটের সেট, টেডিবিয়ার, মালা, চকোলেট, পারফিউম প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে।' ব্যবসায়ী সুরজিৎ রায় জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন দামের কলম ও ডায়ারি বিক্রি করেছেন। মোবাইল বিক্রেতা রঞ্জন চন্দ বলেন, 'এদিন সকাল থেকেই বেশ কয়েকটি মোবাইল বিক্রি করেছি। বেশিরভাগ ক্রেতাই জানিয়েছেন, তাঁরা বোনের জন্য উপহার হিসেবে মোবাইল কিনছেন।' কোচবিহারের বই বিক্রেতা রামানুজ দাশগুপ্ত বলেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে এবছর কিছু বই বিক্রি হয়েছে। অন্য উপহার কেনার প্রবণতা বেশি থাকলেও কিছু মানুষ উপহার হিসেবে বইকেই পছন্দ করেন।' বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা পিয়া চক্রবর্তী, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির গোপাল চক্রবর্তী, আলপনা ঘোষ জানান, প্রতি বছরই ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে উপহার কেনেন। এবারও বাজারে গিয়ে উপহার কিনে এনেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই অবশ্য আজ উপহার লুকিয়ে রেখেছেন।

কোচবিহারের পাশাপাশি ভাইফোঁটার জন্য উপহার কেনার ধুম পড়েছে দিনহাটাতেও। জামাকাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপহারসামগ্রীর দোকানেও ভিড় জমাচ্ছেন দাদা-দিদিরা। দিনহাটার বাসিন্দা জগন্নাথ সরকার বলেন, 'প্রতিবারই ফোঁটা নিতে দিদির বাড়ি যাই। দিদির জন্য শাড়িও এদিনই কিনে নিয়েছি।' তিথি দে বলেন, 'ভাইফোঁটার দিন উপহার কেনার সময় পাওয়া যাবে না। তাই এদিনই বাজারে গিয়ে ভাইয়ের জন্য উপহার কিনে নিয়ে এলাম।' ছোট্ট সমৃতা এবার তার দাদাকে ভাইফোঁটা দেবে। সে জানাল, বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাদার জন্য উপহার কিনে রেখেছে। দাদা তাকে কী উপহার দেবে, সেটাই এখন তার ভাবনা।

পালটেছে রেওয়াজ, মানছেন প্রবীণরা

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যাচ্ছে ভাইফোঁটার রীতি রেওয়াজ। পুরোনো রীতির পাশাপাশি নতুন প্রবণতার মিশেলে যে ভাইফোঁটা হচ্ছে, তা আগের থেকে অনেকটাই আলাদা। অন্তত এমনটাই মনে করছেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। ভাইফোঁটা সেসময় নিছকই ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছিল বলে তাঁরা জানান। এখনকার মতো রেস্তোরাঁয় বিশেষ মেনু, উপহার কেনার চল ছিল না বললেই চলে। ইতিহাসবিদ নৃপেন্দ্রনাথ পাল বলেন, 'আমাদের ছোটোবেলায় ভাইফোঁটায় সেরকম আড়ম্বর ছিল না। তখন বাড়ির দিদি ও বোনেরা উপোস করে ভাইদের ফোঁটা দিত। হাতে বানানো নাড়ু, মোয়া খাওয়ানো হত। পাশাপাশি, বাড়িতে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে খাওয়াদাওয়ার বিশাল আয়োজন ছিল। এখনকার মতো চেয়ার-টেবিল ছিল না। মেঝেতে আসন পেতে দিদিরা আমাদের খাওয়াতেন।' ডাঃ আশিস নাহা বলেন, 'নিজের বোন না থাকলেও যৌথ পরিবারে থাকায় বোনের অভাব বোধ করিনি। মামাতো বোনরা নারকেল নাড়ু, মোয়া ইত্যাদি দিয়ে ভাইফোঁটা দিত। তখন উপহার দেওয়ার চল সেরকম ছিল না। দিদিদের আশীর্বাদই মুখ্য বিষয় ছিল।' প্রবীণ বাসিন্দা মনা ঘোষ বলেন, 'সেসময় ভাইফোঁটায় বাইরে খাওয়ার চল খুব একটা ছিল না। দিদিরা পাশে পাখা নিয়ে বসে যত্ন করে খাওয়াতেন। এখন ভাইফোঁটায় আনন্দ-আড়ম্বর আগের চেয়ে বেড়েছে। তবে পুরোনো এই রীতিগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল- তা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে।'

টেবিল বুকড নামি রেস্তোরাঁগুলির

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কাঁসার থালায় সাজিয়ে ভাইকে বিভিন্নরকম খাবার পরিবেশনের চল এখন কিছুটা কমেছে। রীতিরেওয়াজ মেনে ভাইফোঁটা হলেও খাবারদাবারের ক্ষেত্রে বাঙালি ভাই-বোনেরা অনেকটাই রেস্তোরাঁ-কালচারকে আপন করে নিয়েছেন। অন্য শহরের পাশাপাশি এই ছবি দেখা গেল কোচবিহারেও। শহরের বেশ কয়েকটি বড়ো হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। ভাইফোঁটার দিনে সবরকম বাঙালি খাবারের পাশাপাশি মেনুতে থাকছে চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল খাবারও। ফলে ভাইফোঁটার আগের দিনই শহরের নামিদামি রেস্তোরাঁগুলির টেবিল বুকড।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিদি ও বোনেরা জানালেন, শাক, ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস, মিষ্টি, চাটনি ও পায়েস রান্না করে ভাইকে খাওয়ানোর হ্যাপা অনেক। তাছাড়া, অত রান্না করতে গেলে তো ভাইদের নিয়ে একটা দিন আনন্দ করাই হবে না! সেজন্য ভাইফোঁটার সময় তাঁরা দ্বারস্থ হচ্ছেন রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের। ভাইফোঁটায় বোনেদের কাজের চাপ কমাতে এগিয়ে এসেছে রেস্তোরাঁগুলিও। নামি রেস্তোরাঁর বিরিয়ানি, মোগলাই, পোলাও দিয়েই ভাইফোঁটার খাওয়াদাওয়া সারতে উদ্যোগী হয়েছেন অনেকে। সেজন্য বুধবার থেকেই শহরের নামি রেস্তোরাঁগুলি বুক করতে শুরু করেছিলেন দিদিরা। পিছিয়ে নেই দাদারাও। ভাইফোঁটায় বোনেদের ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়ানোর জন্য ইতিমধ্যে রীতিমতো রিসার্চ সেরে ফেলেছেন অনেকে। বাড়িতে বসেই স্মার্টফোনে বিভিন্ন রেস্তোরাঁর খাবারের লিস্ট দেখে নিচ্ছেন তাঁরা। অনেকে আবার শুক্রবার রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। সুনীতি রোড সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর তরফে জয়া পাল বলেন, 'ভাইফোঁটায় বাঙালি খাবারের পাশাপাশি চাইনিজ, ইটালিয়ান খাবারের বন্দোবস্তও করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে রেস্তোরাঁতেই থাকছে আশীর্বাদের ব্যবস্থা। ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান রেস্তোরাঁতেই সেরে ফেলতে পারবেন ক্রেতারা। অপর এক রেস্তোরাঁর তরফে রাজ ঘোষ বলেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ইলিশ মাছ, মাংস সহ নানারকম খাবারের ব্যবস্থা থাকছে। বেশ কয়েকটি টেবিল ইতিমধ্যে বুকড হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, আমাদের আয়োজন গ্রাহকদের ভালো লাগবে।'

শহরের বাসিন্দা প্রাণ দাস, বীথি সেনরা জানান, ভাইফোঁটায় বাড়িতে রান্না করার চাপ না নিয়ে তাঁরা রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া সারার ব্যবস্থা করেছেন। কলেজ পড়ুয়া অনুপম সরকার বলেন, 'দিদিকে না জানিয়ে রাতে রেস্তোরাঁর টেবিল বুক করেছি। পরিবারের সকলে মিলে সেখানেই খাওয়াদাওয়া করব।'

ভাইফোঁটায় বিভিন্ন দোকানে স্পেশাল মিষ্টি

অন্য মিষ্টির বদলে রসগোল্লার দিকেই ঝুঁকে ক্রেতারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ বাঙালির অনুষ্ঠান যাই হোক- তাতে পেটপুজোর ব্যবস্থা থাকবেই। তাই ভাইফোঁটাতেও রকমারি খাবারদাবারের আয়োজন না করলে বাঙালির মন ভরে না। আর খাবারের সঙ্গে থাকবে মিষ্টি। সেজন্য বৃহস্পতিবারই কোচবিহারের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে চোখে পড়ল নানা রকম মিষ্টি। ব্যবসায়ীরা জানালেন, নানা ধরনের 'ফিউশন' মিষ্টি থাকলেও ভাইফোঁটায় ক্রেতারা ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন।

কোচবিহারের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানের মালিকরা জানালেন, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে তাঁরা 'আশা' মিষ্টি, ম্যাঙ্গো রোল, সীতাভোগ, গোলাপজাম, কাজু বরফি সহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি তৈরি করেছেন। সব ধরনের মিষ্টি বিক্রি হলেও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির প্রতিই ক্রেতারা বেশি ঝুঁকে রয়েছেন। সব ধরনের মিষ্টিকে ছাপিয়ে বিক্রি হচ্ছে রসগোল্লা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোচবিহারের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ করা যায়। সন্ধ্যা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি কিনতে দেখা গিয়েছে ক্রেতাদের। শহরের মিষ্টি ব্যবসায়ী শৌভিক ঘোষ বলেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ক্রিম দিয়ে তৈরি 'আশা' মিষ্টি, ম্যাঙ্গো রোল তৈরি করা হয়েছে। প্রায় আট-দশজন কারিগর মিষ্টি তৈরি করছেন।' মিষ্টি ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বণিক বলেন, 'এবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে প্রাণহরা, রাবড়ি, সুগার ফ্রি মিষ্টির পাশাপাশি বয়েল সন্দেশ, দই, ক্ষীরের সন্দেশ তৈরি করেছি। এছাড়া, প্রায় আট হাজার রসগোল্লা তৈরি হয়েছে। মিষ্টি বিক্রির পাশাপাশি লুচি ও ছোলার ডালের জন্য অনেক অর্ডার পেয়েছি। শুক্রবার সেগুলি তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে হবে।' ভাইফোঁটার জন্য মিষ্টি কিনতে দোকানে এসেছিলেন নিয়তি ঘোষ, সুদেষ্ণা পাত্র-রা। তাঁরা বললেন,

'মিষ্টি না হলে ভাইফোঁটার খাওয়াদাওয়া সম্পূর্ণ হয় না। তাই লাইনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি কিনেছি।'

এদিকে, শুক্রবার ভাইফোঁটা থাকায় বৃহস্পতিবারই বাজার সেরে রাখলেন অনেকে। সেজন্য এদিন সকাল থেকেই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাদের ভিড় কিছুটা বেশিই ছিল। ভাইফোঁটার বাজারে স্বাভাবিকভাবেই দামও ছিল একটু বেশি। মাছবাজারে ইলিশ প্রতি কেজি আটশো থেকে এক হাজার টাকা, চিংড়ি ও চিতল প্রতি কেজি পাঁচশো-ছয়শো টাকা ও পমফ্রেট মাছ পাঁচশো টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মাংস বিক্রি কম হলেও শুক্রবারের জন্য অনেকে মাংস অর্ডার দিয়ে রেখেছেন বলে ব্যবসায়ীরা জানান।

কোচবিহারের একটি মিষ্টির দোকানে মিষ্টি তৈরির কাজ চলছে। – সংবাদচিত্র

মাথাভাঙ্গা স্টেশনে পরিসেবা নিয়ে যাত্রীদের অসন্তোষ

বিপ্লব সরকার

মাথাভাঙ্গা, ৮ নভেম্বর ঃ মাথাভাঙ্গা রেলস্টেশনের বিভিন্ন সমস্যার কারণে পরিসেবা ব্যাহত হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুললেন মাথাভাঙ্গার নিত্যযাত্রীরা। যাত্রীদের অভিযোগ, স্টেশনে পানীয় জল ও শৌচাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। ফলে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। যাত্রীদের স্বার্থে দ্রুত স্টেশনে পানীয় জল ও শৌচাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা শিলিগুড়ি ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাথাভাঙ্গা স্টেশনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটির সমস্যাগুলি মেটানোর ব্যবস্থা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। মাথাভাঙ্গা স্টেশনের নিত্যযাত্রী মিন্টু বর্মন, অধীর বর্মন, শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, 'এই স্টেশনে প্রতিদিন প্রচুর যাত্রী ওঠানামা করেন। অথচ এত বড়ো প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সুবিধার জন্য সেভাবে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না।

বিশাল প্ল্যাটফর্মের মাত্র একটি কল থেকে জল পড়লেও বাকিগুলি শুরু থেকেই অকেজো হয়ে রয়েছে। এছাড়া স্টেশনে শৌচাগার থাকলেও তা দিনের বেশিরভাগ সময় বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে যাত্রীরা অভিযোগ করেন। যদিও যাত্রীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মাথাভাঙ্গার স্টেশনমাস্টার। তিনি বলেন, 'স্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য শৌচাগার রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির চলাচল বন্ধ রয়েছে। শুধু পদাতিক আসার ৪৫ মিনিট আগে সেগুলি খুলে দেওয়া হয়। তবে যাত্রীরা ব্যবহার করতে চাইলে অন্য সময়েও তা খুলে দেওয়া হয়।' পানীয় জলের পরিসেবা যে স্বাভাবিক নেই, তা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তিনি বললেন, 'জলের কলগুলির বিভিন্ন অংশ বারবার চুরি হয়ে যাচ্ছে। কারা এসব করছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে চুরি বন্ধের জন্য কিছু ভাবনাচিন্তা চলছে।'

নজরে শহর

ছটঘাট তৈরি শুরু

দিনহাটা, ৮ নভেম্বর ঃ দিনহাটা শহরের থানাদিঘিতে বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী ছটঘাট তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরসভা। থানাদিঘিতে এর আগে দুর্গাপ্রতিমাও নিরঞ্জন হত। কিন্তু এবার তা সরিয়ে শহরের রথবাড়ি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই ছটপুজোও থানাদিঘি থেকে স্থানান্তরিত হবে কিনা- তা নিয়ে শহরবাসীর কৌতূহল ছিল। তবে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছটপুজো থানাদিঘিতেই হবে। দিনহাটা পুরসভার পুরপ্রধান উদয়ন গুহ বলেন, 'গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকা অনুযায়ী এবার দিনহাটার থানাদিঘিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করা যায়নি। তবে ছটপুজোর ক্ষেত্রে সেরকম কোনো নির্দেশিকা নেই। তাই থানাদিঘিতেই ছটপুজো আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ নভেম্বর ছটপুজো। তার আগেই অস্থায়ী ঘাট তৈরির কাজ শেষ হবে। ছটপুজোর ঘাটে নিরাপত্তার উপরও জোর দেওয়া হবে।

আবর্জনায় আগুন

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহার শহরের বাদুড়বাগানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আবর্জনার স্তূপে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বাগানের একপাশে কিছু আবর্জনার স্তূপে হঠাৎই আগুন দেখা যায়। স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তবে কীভাবে ওই আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে।

অন্নকূটপুজো

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের নিউটাউন এলাকায় সরকার পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে অন্নকূটপুজো। প্রতি বছর কালীপুজোর পরের প্রতিপদে এই পুজো হয়। সরকার পরিবারের সদস্যরা জানান, ১৯৬৭সালে গৌরদাসী সরকার এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বাসনা সরকার। তিনি জানান, একসময় ১০৮ রকমের পদ দিয়ে এই পুজোয় ভোগ দেওয়া হলেও এবছর ২২ধরনের পদ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবারের তরফে সুনীলকুমার সরকার বলেন, 'বিশেষ রীতি মেনে পুজোয় পলাশপাতা দিয়ে থালা তৈরি করে তাতে অন্ন ও নানা পদ সাজিয়ে ভোগ দেওয়া হয়েছে।'

মধ্যাহ্নভোজন

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের মড়াপোড়া পুজো কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার প্রায় দুশোজন দুস্থ মানুষকে মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক নান্টু নারায়ণ বলেন, 'শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন এলাকার দুস্থ মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি। মেনুতে ভাত, ডাল, চিপস, মাংস ও শেষপাতে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল।' এছাড়া, রেলকলোনি কালীপুজো ইউনিটের তরফে বৃহস্পতিবার দুস্থদের খাওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানে সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় ও তৃণমূল যুব নেতা অভিজিৎ দেভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র বিতরণ

তুফানগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউটাউন আদি বারোয়ারি শ্যামাপুজো কমিটির উদ্যোক্তারা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে কিছু দুস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। পুজো কমিটির সদস্য বাপ্পা বর্মন বলেন, ৫০ জন দুস্থ মানুষকে এদিন বস্ত্র দান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পুজো কমিটির সভাপতি রমণীকান্ত অধিকারী, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ ধর উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোগ

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ দশ টাকায় ভাত, ডাল, সবজি ও আচার সহযোগে খাবার দেওয়া শুরু করলেন এক যুবক। নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন বাইশগুড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপ্তেশ সেন এই উদ্যোগ নিয়েছেন। দুস্থ মানুষের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। বৃহস্পতিবার তাঁর এই কর্মসূচির সূচনা হল।